মন্তব্য: অক্টোবর ৩, ১৯১৭; যোসেফ স্তালিন

গ্রামাঞ্চলে অনাহার :

সবাই এই মুহূর্তে শহরাঞ্চলে খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। দুর্ভিক্ষের পিশাচ হস্ত গোপনে শহরে থাবা বসাচ্ছে। কিন্তু কেউ মানতে চাইছেন না, যে দুর্ভিক্ষ গ্রামাঞ্চলে ইতমধ্যেই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কেউ মানতে চাইছেন না যে গ্রামাঞ্চলে ঘটে চলা কৃষিভিত্তিক বিশৃঙ্খলা এবং ' দাঙ্গার ' পিছনে অনাহার প্রকৃত চালিকাশক্তি।

এই কৃষিজ বিশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে জনৈক কৃষকের একটি চিঠি তুলে দেওয়া গেল।

" আমাদের মত 'অনালোকিত গ্রামবাসী, চাষা'দের কাছে আমি একটা কথা ব্যাখ্যা করতে চাই। দাঙ্গার পিছনে কারণ কি? আপনারা ভাবছেন, এটা শুধু কিছু গুন্ডা, মাতাল আর ভবঘুরের কীর্তি । না, আপনারা পুরোটা বোঝেননি। এটা শুধু কিছু ভবঘুরে গুন্ডা মাতালের কাজ নয়, বরং সেই মানুষদের কাজ যারা অনাহারে মাতাল। উদাহরণ হিসেবে আমি মুরোম উয়েজদ্ আর আরেফিনো ভলস্তের কথা বলতে চাই। এরা আমাদের অনাহারে রেখে রেখে মরণের মুখে ঠেলে দিতে চায়। আমরা মাত্র ৫ পাউন্ড গম পাই এক মাসে জনপ্রতি। শুধু ভাবুন এর আসল মানে আর দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন আমাদের অবস্থা। আমরা বাঁচবো কি করে? তাই শুধু মদের নেশায় মাতালরা দাঙ্গা করছে না। করছে আমাদের মত লোকেরা যারা ক্ষুধার নেশায় মাতাল।

বুর্জোয়া খেঁকি কুকুর ' দীয়েন ' এবং ' রুশকায়া ভোলিয়া ' অবিরাম ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলের নাকি সম্পদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা অত্যন্ত ভালো আছে, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ভিন্ন। গ্রাম অনাহার, অবসাদ এবং অনাহার জনিত বিভিন্ন রোগ যেমন স্কার্ভি ইত্যাদিতে জর্জরিত। এবং এই অবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো খারাপের দিকে যাবে, কারণ, কেরেনস্কি - কোনো - ভালভ সরকারের পরিকল্পনা হলো খাদ্যের সরবরাহের পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলে আরও কঠোর দমনমূলক নীতি রূপায়ণ। এর উপর শীত বাড়বে, গ্রামের কৃষক নতুন এবং আরও দুর্বিষহ অবস্থার সম্মুখীন হবে। সেই জনৈক কৃষক আরও লিখেছেন,

" শীত প্রায় দোরগোড়ায় এসে পড়ল। নদীগুলোও শিগগিরই জমে যাবে, এবং মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না। রেলস্টেশন দূরে। আমরা বাইরে বেরোবো এবং খাদ্য সংগ্রহ করবো। আপনারা আমাদের যা খুশি বলে ডাকতে পারেন, কিন্তু জানবেন অনাহার আমাদের বাধ্য করেছে।" (বীরঝোভকা)

এই হল একজন কৃষকের স্পষ্ট উক্তি।

সোশালিস্ট বিপ্লবীর দল এবং মেনশেভিক আপোষবাদীগণ প্রচুর ঢাক পিটিয়েছিল জোট এবং জোট সরকারের পরিত্রাতা ভাবমূর্তির হয়ে। এখন আমরা সেই রকমই একটা সরকার
পেয়েছি। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি - সরকারের সেই পরিত্রাতা ভাবমূর্তি কোথায় গেল?
দমন পীড়ন ছাড়া তারা গ্রামকে কি দিতে পারে?
আপোষবাদী ভদ্রোমহোদয়গণ কি বুঝিতে পারিতেছেন যে সাহিত্যশৈলী বিবর্জিত ওই কৃষকের চিঠি তাদের সাধের সাজানো জোট সরকারের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করছে?

কারখানায় অনাহার :

কল কারখানাসংলগ্ন এলাকাগুলিতে অবস্থা শোচনীয়। এর পূর্বে অঞ্চলে অনাহার আসেনি তা নয়, কিন্তু এবারের মত এত প্রচন্ডতা নিয়ে নয়।

যে রাশিয়া যুদ্ধের আগে ৪০০-৫০০ পুদ খাদ্যশস্য রপ্তানি করত প্রতিবছর, এখন এই যুদ্ধের সময় সে তার নিজের শ্রমিকের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারছে না। কলকারখানাগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার শ্রমিকেরা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে কারণ সেখানে কোনো রুটি নেই, নেই কোনো খাবার। বেশ কিছু অঞ্চলের অবস্থার প্রতিবেদন উল্লেখ করা যাক।

সুইয়া অঞ্চলের প্রতিবেদন বলছে গোটা উয়েজদ্ জুড়ে কাঠ চেরাইয়ের শিল্প বন্ধ কারণ খাদ্যের অভাব। করিউকোভকা চিনি পরিশোধন কারখানা বোধহয় উঠে যাবে কারণ শ্রমিকরা খাবার পাচ্ছে না। আঁখ গাছ এরমধ্যেই পচতে শুরু করেছে। ইয়ার্তসেভো সুতাকলের এবং স্মোলেনস্ক গুবেরনিয়া অঞ্চলের ১২০০০ বাসিন্দা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। গম ও অন্যান্য শস্য সম্পূর্ণ শেষ। গুবেরনিয়া খাদ্যপরিষদ ক্ষমতাহীন। খাবার না পেয়ে শ্রমিকরা ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছে। বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। ত্ভার গুবেরনিয়ার কুভ-শিনভ্ কাগজকলের খাদ্যসরবরাহ দফতর এক তারবার্তায় লিখছে, 'শ্রমিকরা কার্যত অনাহারের মুখে। কোথাও খাবার চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না, অবিলম্বে ত্রাণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে'। ভিচুগার মোরোকিন কারখানার পরিচালকমণ্ডলী তার করেছে,' খাদ্য পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর, শ্রমিকরা উপোষী, এবং অস্থির; জরুরি ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন সরবরাহের জন্য'। এই কোম্পানির কারখানা পরিষদ সরকারের কাছে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠিয়েছে, ' জরুরি ভিত্তিতে অনুনয় শ্রমিকদের জন্য গম সরবরাহের, যারা এর মধ্যেই অনাহারে।

এই হচ্ছে পরিস্থিতি। কৃষি অঞ্চল অভিযোগ করছে যে তারা কারখানা থেকে অত্যাধিক কম শিল্পজাত (manufactured) দ্রব্য পাচ্ছে। ফলত তারাও সমানুপাতিক কম হারে কৃষিজাত শস্য শিল্পাঞ্চলে পাঠাচ্ছে। রুটির (পড়ুন খাদ্যের : অনুবাদক) এই ঘাটতি শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে শ্রমিকদের চলে যেতে বাধ্য করছে। যারফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আরও কম উৎপাদন এবং রফতানি, এবং পুনরায় আরও কম খাদ্যশস্য রফতানি - আরও খাদ্যাভাব -আরও শ্রমিক সংকোচন.....

আমরা প্রশ্ন করি : লৌহদৃঢ় এই পেষন যন্ত্রের যে পঙ্কিল চক্র শ্রমিক কৃষককে পিষছে তার থেকে মুক্তির রাস্তা কোথায়? জোট সরকার এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলগুলোতে গোপনে কিছু অত্যাচারী স্বৈরনায়ক পাঠানো ছাড়া আর কি দিয়েছে?

আপোষবাদী ভদ্রমহোদয়গণ অনুভব করবে পারছেন কি যে সাম্রাজ্যবাদ যাকে তারা সমর্থন করে যাচ্ছেন এখনো তা রাশিয়াকে কোন ভয়ঙ্কর কানাগলির মধ্যে ঠেলে নিয়ে চলেছে? এখান থেকে ফেরার একমাত্র পথ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান।

রোবচি, put no. 26, October, 3, 1917